সচ্ছল হও
অক্ষম থেকো না

বই | সচ্ছল হও, অক্ষম থেকো না
মূল | ইসলাম জামাল
অনুবাদক | আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

সচ্ছল হও
অক্ষম থেকো না

ইসলাম জামাল

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সচ্ছল হও, অক্ষম থেকো না

ইসলাম জামাল

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৪ হিজরি / জানুয়ারি ২০২৩ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ২৭২ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

“ সম্পদের মালিক না হওয়া জুহদ নয়,
সম্পদ আপনার মালিক না হওয়াই জুহদ।

একটি ফুরেআনি ওয়াদা...

যা আমার অভাবের দিনগুলোয় ভরসাস্থল ছিল...

সে ওয়াদা আমাকে আমার কল্পনার চাইতেও বেশি এগিয়ে দিয়েছে...

আমি সে ওয়াদার সাথে এমনভাবে লেগে থাকলাম, যেন আমি এ দুনিয়ার রহস্যগুলো থেকে অন্যতম রহস্য জেনে গেছি।

আমার পরিচিতদের জানালাম বিষয়টি।

তাদের কেউ এটাকে আঁকড়ে ধরল, তো কেউ ধরল না।

কিন্তু যে অল্প কজন আঁকড়ে ধরেছিল, তাদের অবস্থা পরিবর্তন হতে দেখেছি আমি।

তাদের কেউ কেউ আমাকে এ ওয়াদার এমন প্রভাব বর্ণনা করেছে, যা আমি নিজেও দেখিনি।

ফলাফল একটাই।... রিজিকের প্রশস্ততা ও আরও বেশি প্রবৃদ্ধি।

আজ আমি সেসবই বলছি পাঠকদের।

ইসলাম জামাল

সূচিপত্র

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই ⁞ ১১

জুহদ ⁞ ২০

জান্নাতের ধনী যারা ⁞ ২০

আবু বকর সিদ্দিক ﵁ ⁞ ২৫

উসমান বিন আফফান ﵁ ⁞ ২৮

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ ⁞ ৩৫

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ﵁ ⁞ ৩৮

জুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁ ⁞ ৪২

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﵁ ⁞ ৪৪

দুনিয়াদার ধনীরা ⁞ ৪৭

বিধবা মিলিয়নার ⁞ ৫১

স্যাম ওয়ালটন ⁞ ৫৩

ওয়ারেন বাফেট ⁞ ৫৪

মার্ক জাকারবার্গ ⁞ ৫৫

জুডিথ ফুলকার ⁞ ৫৫

জেফ বেজস ⁞ ৫৬

ইলন মাস্ক ⁞ ৫৬

বিল গেটস ⁞ ৫৬

গোপন রহস্য ¦ ৫৮

কে আছে এমন! ¦ ৬১

বিনিময় ¦ ৭০

আরোগ্য ¦ ৭৪

প্রতিষেধক ¦ ৭৬

কিন্তু! ¦ ৭৯

প্রতিবন্ধকতা ¦ ৮২

ঋণ বিলম্ব ¦ ৮৬

মা-বাবার অবাধ্যতা ¦ ৮৮

জান্নাতিদের গল্প ¦ ৯১

ধন-সম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ¦ ৯৭

শিখুন ¦ ১০৪

পাঁচ দিন ¦ ১০৯

ঘর থেকে শুরু ¦ ১১৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলো ¦ ১১৮

একটি বিশেষ কথা ¦ ১২১

বই ¦ ১২২

ফিডব্যাক ¦ ১৩২

নিপুণতা ¦ ১৩৬

পাথেয় ⁞ ১৩৯

কাজ করুন ⁞ ১৩৯

রুটিওয়ালার কথা মনে রাখবে ⁞ ১৪২

এতিমের লালনপালনকারী ⁞ ১৪৬

বধির-বোবা-অন্ধ ⁞ ১৪৯

কিছু গম নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ছড়িয়ে দাও ⁞ ১৫৪

কখনো পুণ্য করেছ কি?! ⁞ ১৫৯

এ তো অনেক লাভজনক সম্পদ ⁞ ১৬২

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ ⁞ ১৬৭

প্রকৃত ব্যবসা ⁞ ১৬৯

আমার নয় ⁞ ১৭৩

“

আমি তাঁর কাছে হাত তুলেছি,
যিনি আমার অন্তরকে ভালোবাসার ধনে ধনী করেছেন।
ভালোবাসাই আমার পাথেয়, আমার চলার পথ।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই

মসজিদে খতিব সাহেবের খুতবা যেন মিম্বারকে কাঁপিয়ে তুলছে। তিনি এক মহান ফকিহ, মুত্তাকি তাবিয়ির গল্প বয়ান করছিলেন। কেমন ছিল তাঁর সবর, কেমন ছিল তাঁর কষ্ট-সাধনা—যা অবলম্বন করে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ হয়েছিলেন—এ সবই তুলে ধরছিলেন একে একে। খতিব সাহেব বলছিলেন যে, এ বিশিষ্ট তাবিয়ির দিন কাটত কখনো কিতাবাদির ওপর উপুড় হয়ে ইলম অন্বেষণে, কখনো আবার মানুষদের সামনে তিনি কথা বলতেন, তাদের ফতওয়া দিতেন, আবার রাতের বেলায় তিনি একজন আবিদ, রবের সামনে দণ্ডায়মান একনিষ্ঠ বান্দা। এরপর তিনি আমাদের সামনে এ মহান তাবিয়ির উত্তম চরিত্র ও উন্নত তাকওয়ার কথা তুলে ধরলেন।

এ তাবিয়ির গল্প শুনে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর সাথে যেন আমার অন্তর লেগে গেল। (যদিও এখনো লেগে আছে।) আমার মন প্রবলভাবে চাচ্ছে আমিও যেন সে তাবিয়ির কিছুটা হলেও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি! সে জন্যই খতিব সাহেবের কথার দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে ছিলাম। যেন আমার মাথার ওপর কোনো পাখি এসে বসলেও সে টের পাবে না যে, আমি মানুষ নাকি পাথর! এতটাই মুগ্ধ হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম কথাগুলো।

খতিব সাহেব এ মহান পুরুষটির জীবনচরিত, তাঁর পানাহার, তাঁর অবস্থা ও অবয়ব তুলে ধরলেন। কিন্তু খতিব সাহেবের বাচনভঙ্গি তখন আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছিল, তিনি যখন বেশ জোরালোভাবে সে তাবিয়ির জুহদের প্রশংসা করছিলেন, তার কথায় গৌরব ফুটে উঠছিল, তিনি বলছিলেন, এ মহান তাবিয়ি তালিযুক্ত জামা আর ছেঁড়া জুতো পরতেন, খাবার হিসেবে খেতেন শক্ত রুটি!

যে মন নিয়ে মসজিদে গিয়েছিলাম, আসার সময় সে মনটা ছিল না। আমার মস্তিষ্কে যেন সে মহান তাবিয়ির জীবনীর প্রতিটি বিবরণ খোদাই হয়ে বসে

গেছে। তাঁর কল্পনা আমার মানসপটে ফুটে উঠেছে। যেন আমি চাক্ষুষ তাঁকে দেখছি!

শুরুতে বেশ স্পৃহা জাগল আমার মাঝে। কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু দিন গত হলে আমার মনের মধ্যে সে খুতবার গুঞ্জন নিমিয়ে আসছিল। সে তাবিয়ির ইলম, ইবাদত, উত্তম চরিত্রের বয়ান করা খতিবের মিম্বারকাঁপানো কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে আসছিল। আমার নফস তার সঙ্গীকে সাথে নিয়ে আমাকে সে মহান মানুষটির উত্তম প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি ধীরে ধীরে বিস্মৃত করে দিচ্ছিল। খতিব সাহেবের উচ্চারিত শব্দগুলো যেন মুছে যাচ্ছিল। তবে সব চলে গেলেও দুটো শব্দ আমার মস্তিষ্কে রয়ে গেল...

তাঁর জুহদের প্রশংসা!

তাঁর দারিদ্র্যে মুগ্ধতা!

আমি বড়ো হলাম। আমার সাথে আমার সে ধারণাও বড়ো হলো।...

ধারণা ছিল, আমি যদি পুণ্যবান হতে চাই, তবে আমাকে দরিদ্র হতে হবে!

আমার সে ধারণা মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে চলছিল। আর এমনটাই তো সৃষ্টিকুলের সর্দার, সবার সেরা প্রিয় হাবিব ﷺ-এর সিরাত থেকে আমাদের বলা হয়। আমাদের সামনে বলা হয় যে, তিনি ক্ষুধার তীব্রতায় তাঁর পেটে পাথর বেঁধেছেন। (তাঁর জন্য আমি কুরবান হই।) যেন এমনটাই ছিল তাঁর পুরো জীবন। এ ঘটনা বর্ণনার সময় বর্ণনাকারী সব সময় পেটে পাথর বাঁধাকে প্রশংসনীয় ও গৌরবের বলে উল্লেখ করেন। ফলে নেক আমলের সাথে দারিদ্র্যের দৃঢ় বন্ধন থাকার ব্যাপারটি আরও বেশি প্রবল হয়ে ওঠে আমার মাঝে।

সে সময়ে... প্রত্যেক কিশোরের সামনে যা আসে—মিডিয়ায় সিরিয়াল ও ফিল্মে যেমনটা প্রদর্শিত হয়—তা আমার সামনেও এল। দেখা যায়, অধিকাংশ সময় ফিল্মের হিরো দরিদ্র থাকে; কিন্তু দারিদ্র্যের মাঝে তার মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকে, যেগুলো তোমার কাছে তাকে আকৃষ্ট করে তোলে। যেমন : তার বিচক্ষণতা, ভদ্রতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সততা।

পক্ষান্তরে ধনী মানুষটির চরিত্র হয়ে থাকে ঘৃণ্য, যা তোমাকে তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য করবে। সে হয়ে থাকে অশ্লীল প্রকৃতির এবং কঠোর ও মন্দ স্বভাবের, যে মানুষকে তার গোলাম বানিয়ে রাখে, মানুষের সম্পদ খেয়ে ফেলে, দিনের আলোতে প্রতারণা করে বেড়ায়, আর রাতের বেলায় নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনায় মত্ত হয়ে যায়—নেশা করে, তার অর্থকড়ি পতিতাদের পেছনে খরচ করে। তা ছাড়াও স্ত্রীর নিকট সে একজন নির্দয় স্বামী এবং সন্তানদের কাছে কঠোর স্বভাব পিতা!

জীবনযুদ্ধের বাস্তবতায় সে চিত্র আমার মনে জটিল হতে লাগল...

সম্পদই কি সব মন্দের মূল!

দারিদ্র্যই কি পুণ্যবানদের বৈশিষ্ট্য!

রাসুল ﷺ কি দরিদ্র ছিলেন!

আল্লাহ দরিদ্রদের বেশি ভালোবাসেন!

আকাঙ্ক্ষা কি ধনীদের বৈশিষ্ট্য!

আর অল্পে তুষ্টি কি দরিদ্রদের মূল পুঁজি!

আশ্চর্য হচ্ছে এ ভাবনা আমার একার ছিল না। আমার আশপাশের সবাই এমনটাই ভাবত। ফলে আমরা ধনাঢ্যতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতাম, আর নিজেদের অজান্তেই দারিদ্র্যের দিকে ঝুঁকে যেতাম; এমনকি আমরা মনে করেছিলাম দারিদ্র্য হচ্ছে রিজা বিল কাজা, সবরের প্রতীক। এ ভাবনার নিদ্রায় আমি অনেক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। অতঃপর এ নিদ্রা থেকে আমাকে জাগ্রত করেছে রাসুল ﷺ-এর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে এ দুআ করা—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ،

> 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১]

১. সুনানু আবি দাউদ : ১৫৪৪; হাদিস সহিহ।

আশ্চর্য! আমরা যেটার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হবে বলে মনে করছি, সেটা থেকেই আল্লাহর নবি ﷺ তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন?! আমরা দারিদ্র্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই; অথচ নবিজি ﷺ দারিদ্র্যকে এক দুআতে কুফরের পাশাপাশি উল্লেখ করে এতদুভয় থেকে মুক্তির দুআ করেছেন! তিনি দুআ করেছেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[২]

কীভাবে মুসতাজাবুদ দাওয়াহ মুস্তফা ﷺ দারিদ্র্য থেকে মুক্তির দুআ করেন; অথচ আমাদেরকে তাঁর জীবনচরিত বলা হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন দরিদ্র?!

রাসুল ﷺ যে তাঁর পেটে তীব্র ক্ষুধার কারণে পাথর বেঁধেছিলেন, সে ঘটনার বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিয়ে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ এ হাদিসকে জয়িফ বলেছেন, আবার কেউ সহিহ বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে পেটের ওপর পিঠের সাথে মিলিয়ে বিশেষ ধরনের বেল্ট বাঁধা, যা আরবদের অভ্যাস ছিল; যাতে তাদের পিঠ ও পেট দৃঢ় থাকে।

আর যদি এ ঘটনার বর্ণনা সহিহ হয়—তবে এটা হচ্ছে খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা, যখন কুরাইশরা আরবের কিছু গোত্রের সাথে একজোট হয়ে 'আহজাব' গঠন করে মদিনা অবরোধ করেছিল। তখন মুমিনরা রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে মদিনার উত্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে খন্দক খুঁড়েছিলেন। অবরোধ প্রায় এক মাস অবধি চলল। তখন মদিনার ভেতর খাবার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-কে ও সাহাবিদের বিজয় দিলেন।

সে সময়টা ছিল যুদ্ধের সময়। অবস্থাটা ছিল অবরোধের। আর এমন সময়ে রাসুল ﷺ-এর মতো একজন সেনাপতির ব্যাপারে আপনার কী ধারণা, যিনি অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সর্বোচ্চ পূর্ণতায় ভরপুর! তিনি তো অবরোধের অনটনের মধ্যে নিজে না খেয়ে তাঁর সাহাবিদের আহার করানোর বিষয়টি প্রাধান্য দেন।

২. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৯০; হাদিস হাসান পর্যায়ের।